306654 - ইসলামে চিন্তাভাবনা

প্রশ্ন

আমি নাস্তিকদের ওয়েবসাইটে পড়েছি যে, ইসলাম চিন্তাভাবনা থেকে বারণ করে। আশা করব, আপনারা এ সংশয়টির জবাব দিবেন।

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

এক:

একজন মুসলিমের উপর ওয়াজিব নিজের ঈমান ও আকিদা সংরক্ষণ করা। নিজের সৃষ্টিগত প্রবৃত্তি ও চিন্তাচেতনার নিরাপত্তার উপর গুরুত্বারোপ করা। নিজের দ্বীনদারি ও অন্তর নিয়ে সংশয় ও ফিতনাগুলো থেকে পলায়ন করে। কারণ অন্তরগুলো দুর্বল। আর সংশয়গুলো ছিনিতাইকারী। সামান্য চাকচিক্য দিয়ে অন্তরগুলোকে ছিনিতাই করা হয়। বিদাতপন্থী ও পথভ্রষ্টরা সংশয়গুলোকে চাকচিক্য দিয়ে সুশোভিত করেন। অথচ আসলে সেগুলো ভিত্তিহীন ও দুর্বল সংশয়।

বিদাতী ও পথভ্রষ্টদের গ্রন্থগুলো পড়া কিংবা শিরকি ও কুসংস্কারপূর্ণ বইগুলো দেখা কিংবা অন্যান্য বিকৃত ধর্মগ্রন্থগুলোতে নযর দেয়া কিংবা নাস্তিক ও মুনাফিকদের গ্রন্থ বা তাদের ইসলাম বিরোধী চিন্তাধারা ও বাতিল সংশয়গুলো প্রচারকারী ওয়েবসাইটগুলোতে দৃষ্টি দেয়া জায়েয নয়। কেবল ঐ ব্যক্তির জন্য জায়েয হতে পারে, যার শরয়ি জ্ঞান আছে এবং তিনি এগুলো অধ্যয়নের মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে জবাব দিতে চান ও তাদের বিভ্রান্তিগুলো তুলে ধরতে চান এবং তার সেই সক্ষমতা ও পূর্ণ যোগ্যতা আছে। পক্ষান্তরে, যার কাছে শরয়িতের ইলম নাই সে যদি এগুলো পড়ে তাহলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে পেরেশানি পেয়ে বসবে, অন্তরের একীন দুর্বল হয়ে যাবে এবং অন্তর যে সংশয়গুলোর মুখোমুখি হবে সেগুলো অন্তরকে কাঁপিয়ে তুলবে।

অনেক সাধারণ মানুষের ক্ষেত্রে এমনটি ঘটছে। বরং অনেক তালিবুল ইলমদের ক্ষেত্রেও ঘটছে যারা এই বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন ছিল না। শেষে পর্যন্ত তাদের তাদের কেউ কেউ পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে। নাউযুবিল্লাহ।

এ ধরণের কিতাবগুলো যারা পড়েন তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রে এই ভেবে প্রবঞ্চিত হন যে, তার অন্তর আলোকপাত করা সংশয়গুলোর চেয়ে অধিক শক্তিশালী। হঠাৎ করে সে আবিষ্কার করে যে, ব্যাপক পড়তে পড়তে তার অন্তর এসব সংশয়

এমনভাবে পান করছে যা সে চিন্তাও করেনি। এ কারণে আলেম-উলামা ও সলফে সালেহীনের বক্তব্য হচ্ছে এ সকল গ্রন্থ পড়া ও অধ্যয়ন করা হারাম।

আমরা 92781 নং প্রশ্নোত্তরে আলেমদের মতামত উল্লেখ করেছি।

দুই:

ইসলামকে এর নিজস্ব উৎস থেকে জানতে হবে। ইসলামের মহান ও প্রধান উৎস: কুরআন-সুন্নাহ্। ইসলাম বিবেক ও চিন্তাভাবনাকে মর্যাদা দিয়েছে। অনেক আয়াতে এ মর্যাদা ফুটে উঠেছে। কিছু কিছু বাক্য কুরআনে দশ দশবার পুনঃপুনঃ উদ্ধৃত হয়েছে। যেমন— لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ (যাতে তোমরা বুঝতে পার), لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (চিন্তাশীল লোকদের জন্য), لِقَوْمٍ يَفْقَهُونَ (বুঝমান লোকদের জন্য)।

আল্লাহ্তাআলা কুরআন নিয়ে চিন্তাভাবনা করার দিকে আহ্বান করেছেন; তিনি বলেন: "এটি একটি বরকতময় কিতাব, যা আমি আপনার কাছে অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ গভীরভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানেরা উপদেশ গ্রহণ করে।"[সূরা ছাদ, ৩৮:২৯]

তিনি তাঁর মাখলুক নিয়ে চিন্তাভাবনা করার আহ্বান জানিয়ে বলেন: "তারা কি নিজেদের সম্পর্কে ভেবে দেখে না? আল্লাহ্তো আসমান ও জমিন এবং এর মধ্যবর্তী সবকিছু যথার্থভাবে ও একটি নির্দিষ্ট সময়ের তরে সৃষ্টি করেছেন। কিন্তু অনেক মানুষই (মৃত্যুর পর) তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাতকে অস্বীকার করে।"[সূরা আর-রূম, ৩০:৮]

বরং জাহান্নামীরা তাদের বিবেক-বুদ্ধি থেকে উপকৃত না হওয়ায় আল্লাহ্তাদের নিন্দা করেছেন। তিনি তাদের সম্পর্কে বর্ণনা করেন: "তারা বলবে, 'আমরা যদি শুনতাম কিংবা বুঝতাম, তাহলে জাহান্নামের অধিবাসী হতাম না।'"[সূরা মুলক, ৬৭:১০] তিনি আরও বলেন: "তারা কি জমিনে ভ্রমণ করেনি? করলে তাদের অন্তরগুলো এমন হত যা দ্বারা বুঝতে পারত; অথবা কানগুলো এমন হত যা দিয়ে তারা শুনতে পেত। কেননা, চোখ তো (আসলে) অন্ধ হয় না, বরং বুকের ভিতরের অন্তরই (প্রকৃত) অন্ধ হয়ে থাকে।"[সূরা আল-হাজ্জ, ২২:৪৬]

চিন্তাভাবনা একটি ইবাদত; এ আয়াতে আল্লাহ্তাআলা সেটা অবগত করে বলেন: "আসমান-জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে; যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আসমান ও জমিনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে আর বলে, 'হে আমাদের প্রভু! আপনি এসব নিরর্থক সৃষ্টি করেননি। আমরা আপনার মহিমা বর্ণনা করি। অতএব আপনি আমাদেরকে দোযখের আযাব থেকে রক্ষা করুন।"[সূরা আলে-ইমরান, ৩:১৯০-১৯১]

শাইখ সা'দী বলেন: আল্লাহ্তাআলা সংবাদ দিয়েছেন যে, আসমানসমূহ ও জমিনের সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে

চন্তিাশীল লোকদরে জন্য নদির্শন রয়ছে। এর মাধ্যমে তনিি বান্দাদরেকে উদ্বুদ্ধ করছেনে— এগুলো নয়িে চন্তিাভাবনা করার প্রতি, এগুলোর নদির্শনাবলী প্রত্যক্ষ করার প্রতি এবং এগুলোর সৃষ্টি নয়িে ভাবার প্রতি। আয়াতে "নদির্শন" শব্দকে অনর্দিষ্টি রাখা হয়ছে। "অমুক বষিয়" এভাবে বলা হয়নি— নদির্শনাবলীর ব্যাপকতা ও সার্বকিতার দকিে ইঙ্গতি করার উদ্দশ্যে থকে। কনেনা এগুলোর মধ্যে এমন বস্ময়কর কছিু নদির্শন আছে যা দর্শনার্থীকে অভভিূত করে, চন্তিাশীলকে সন্তুষ্ট করে, সত্যবাদীদরে অন্তরকে কাছে টনেে আনে, আলোকতি ববিকেগুলোকে ইলাহি বষিয়াবলীর প্রতি জাগয়িে তোল। আর এগুলোর মধ্যে যে নদির্শনাবলী অন্তর্ভুক্ত রয়ছে সগেুলোর খুঁটনিাটি পুরোপুরভিাবে জানা কোন মাখলুকরে পক্ষে সম্ভবপর নয়।

মোট কথা: এগুলোর মধ্যে সন্নবিশেতি মহত্ব, বশিালতা, গমন ও গতরি যে শৃংখলা রয়ছে: সবকছিু মহান স্রষ্টার মহত্ব, তাঁর রাজত্বরে বশিালত্ব ও ক্ষমতার প্রশস্ততার প্রমাণ বহন কর।

এগুলোর মধ্যে যে নপিুণতা ও দৃঢ়তা রয়ছে, সৃষ্টকির্মরে নতুনত্ব রয়ছে, কর্মরে সূক্ষ্মতা রয়ছে সসেব কছিু প্রমাণ কর— আল্লাহ্প্রজ্ঞাময়, তনিি প্রতটিি জনিসিকে সস্থানে রাখনে এবং তাঁর জ্ঞান বস্তৃত।

এগুলোর মধ্যে সৃষ্টকিুলরে জন্য যে উপকার রয়ছে সটেি আল্লাহ্র রহমতরে বশিালতা, তাঁর অনুগ্রহরে ব্যাপকতা, তাঁর কল্যাণরে ব্যাপ্তি ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতার আবশ্যকতা প্রমাণ কর।

এ সবকছিু প্রমাণ করে য, বান্দার অন্তর তার স্রষ্টার সাথে ও বধিাতার সাথে সম্পৃক্ত থাকা, তাঁর সন্তুষ্টরি জন্য আপ্রাণ চষ্টো করা এবং তাঁর সাথে এমন কছিুকে শরীক না করা; যগেুলো নজিরে জন্য কংিবা অন্যরে জন্য বন্দিুমাত্র কছিু করার সক্ষমতা নাই। এ আয়াতগুলোতে আল্লাহ্তাআলা বুদ্ধমিানদরেকে খাস বলছেনে। যারা হচ্ছনে ববিকেওয়ালা। কনেনা এরাই এর দ্বারা উপকৃত, এরা ববিকেরে দ্রষ্টা, চোখ দয়িে নয়।

এরপর আল্লাহ্ বুদ্ধমিানদরে বশৈষ্টি উল্লখে করনে য, তারা দাঁড়ানো, বসা ও শোয়া সর্বাবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ কর। এটি মুখরে যকিরি, অন্তররে যকিরি সব ধরণরে যকিরিকে অন্তর্ভুক্ত কর। এর মধ্যে দাঁড়য়িে দাঁড়য়িে নামায পড়াও অন্তর্ভুক্ত হব; দাঁড়াতে না পারলে বসে পড়া, বসতে না পারলে শুয়ে পড়া। এবং তারা আসমানসমূহ ও জমনিরে সৃষ্টি নয়িে চন্তিাভাবনা করে যাতে করে এর দ্বারা তারা এগুলোর উদ্দশ্যেরে পক্ষে প্রমাণ পশে করতে পার।

এতে করে প্রমাণতি হয় য— চন্তিাভাবনা করা এমন ইবাদত যা আল্লাহ্কে যারা চনেে আল্লাহ্র এমন বন্ধুদরে গুণাবলী। যখন তারা এগুলো নয়িে চন্তিা করে তখন তারা জানতে পারে য, আল্লাহ্এগুলোকে নরির্থক সৃষ্টি করনেনি। তখনি তারা বলে উঠ: "হে আমাদরে প্রভু, আপনি এটাকে অনর্থক সৃষ্টি করনেনি। যা কছিু আপনার মর্যাদার সাথে সামঞ্জস্যশীল নয় আপনি সসেব থকেে পবত্রি। বরং আপনি এগুলোকে সৃষ্টি করছেনে সত্য সহকার, সত্যরে জন্য এবং সত্যকে অন্তর্ভুক্ত কর। অতএব, আমাদরেকে আপনি জাহান্নামরে আগুন থকেে বাঁচান, গুনাহ থকেে বাঁচানোর মাধ্যম। আমাদরেকে নকে আমলরে

তাওফকি দনি যাতে করে আমরা আগুন থকেে নাজাত পাই।[তাফসরিে সা'দী (১৬১) থকেে সমাপ্ত]

হাদসিে এসছে:

আতা থকেে বর্ণতি তনিি বলনে: আমি ও উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) আয়শো (রাঃ)-র কাছে গলোম। তখন আয়শো (রাঃ) উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) কে বললনে: এই বুঝি তুমি আমাদরেকে দখেতে আসার সময় হল? সে বলল: আম্মাজান, পূর্ববর্তী কউে বলছেনে: 'বরিতি দয়িে সাক্ষাত কর এতে ভালবাসা বাড়বে।' আতা বলনে: তখন তনিি বললনে: রাখ তোমাদরে এসব কথা। উবাইদ বনি উমাইর (রহঃ) বললনে: আপনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর জীবনে সবচয়েে বড় আশ্চর্যময় কী ঘটনা দখেছেনে, তা আমাদরেকে বলুন। তনিি ক্ষণকাল নীরব থকেে বললনে, এক রাত্রে (নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) আমাকে বললনে, আয়শো! আজ রাতে আমাকে আমার প্রতপিালকরে ইবাদতরে জন্য ছড়েে দাও। আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি আপনার নকিটে থাকতে পছন্দ করি এবং যা আপনাকে খুশি করে সটোও পছন্দ করি। তখন তনিি উঠে পবত্রিতা অর্জন করলনে এবং নামায পড়তে শুরু করলনে। নামাযে তনিি কাঁদতে থাকলনে। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর কোল ভজিে গলে। তারপরও কাঁদতে থাকলনে। কাঁদতে কাঁদতে তাঁর দাঁড়ি ভজিে গলে। এরপরও কাঁদতে থাকলনে। কাঁদতে কাঁদতে মাটি ভজিে গলে! (ফজররে আগে) বলিাল তাঁকে নামাযরে খবর দতিে এলনে। সে যখন তাঁকে কাঁদতে দখেলনে, তখন বলল: হে আল্লাহর রাসূল! আপনি কাঁদছনে কনে? আল্লাহ আপনার পূর্বাপর সমস্ত গোনাহ মাফ করে দয়িছেনে! তনিি বললনে: আমি কি (আল্লাহর) শোকরগুযার বান্দা হব না? আজ রাত্রে আমার উপর একটি আয়াত অবতীর্ণ হয়ছে। ধ্বংস তার জন্য, যে সটেি পড়ছে, কন্তিু তা নয়িে একটু চন্তিা-ভাবনা করনে:

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ

"আসমান-জমনিরে সৃষ্টতিে এবং রাত-দনিরে আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধমিান লোকদরে জন্য নদির্শন রয়ছে...; [সূরা আলে ইমরান, ৩:১৯০][সহহি ইবনে হব্বিান (২/২৮৬), দখেুন: আস-সলিসলিা আস-সাহহিা (১/১৪৭)]

বড় চন্তিাবদি ও সাহত্যিকি আব্বাস মাহমুদ আল-আক্কাদরে এ বষিয়ে একটি বই আছে শরিোনাম হল: التفكير فريضة إسلامية (চন্তিাভাবনা ইসলামে ফরয)। বইটি পড়া যতেে পারে।